বেন ওকরি — সমন্বয় ও সংঘাতে

ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায়

এক

আলোড়নের শু চিনুয়া আচেবে-র Things Fall Apart (1959) প্রকাশনার সময় থেকে । এরপরই ওলে সোইংকা-র বেশ কিছু নাটক মঞ্চসফল হলে া লন্ডনের রয়্যাল কোর্ট থিয়েটার-এ। প্রধানত ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত এই দুজনের শিল্প ও জীবন চেতনা পশ্চিম আফ্রিকান সাহিত্যকে এমন এক উচ্চতায় পৌঁছে দিল যে, পাশ্চাত্য কলারসিকমহল এক নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কারের রোমাঞ্চ বোধ করলেন। এসময় কিছু সমালোচক সোইংকা-কে কালো মানুষদের সংবেদনার প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সোইংকা প্রবণতাটির বিরোধিতা করে বললেন, লেখকের বিচার তার সৃষ্টির নান্দনিক মূল্যের নিরিখে হওয়া উচিত। সে কতখানি তার জাতির মুখপাত্র হয়ে উঠেছে, সেটা কোন কাজের কথা নয়। এও সোইংকার সংযোজন যে, তাঁর সৃজনভাবনায় যতটা আফ্রিকার প্রভাব, তার থেকে অনেক বেশি প্রভাব বিশ্বসাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক কিছু মৌল প্রবণতার। বাস্তবিকই সোইংকার The Swamp Dwellers, The Lion and the Jewel এবং The Institution-এর সৃজন প্রক্রিয়ায় একান্ত নাইজেরীয় বিষয়ের সমাবেশ যেমন, তেমনই তাদের রসায়নে তাঁর দেশের বাইরের নানা শিল্প আদর্শকে আত্মস্থ করার সত্যটাও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নাটকে মূকাভিনয়, নাচ, ভাব-সংঘাত-কী নেই! এবং এদের প্রয়োগ যে শিল্পবুদ্ধির ছাপ, সেইসঙ্গে নাটকে আদ্যোপান্ত যে দ্যোতনাময় সংলাপ, তা থেকে মনে হয়, শুধুমাত্র নাইজেরীয় জাতীয়তাবোধে আটকে গেলে এরকম সৃষ্টি হোত না ।

সোইংকা (১৯৩৪)-র সমসাময়িক চিনুয়া আচেবে (১৯৩০) তাঁর Things Fall Apart উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নাইজেরিয়ার তীব্র সংঘাতময় বাস্তবকে - যা য়ুরোপীয় মিশনারি ও ব্যবসায়ীদের দাপটে বিপর্যস্ত নাইজেরীয় সংস্কৃতির একটি প্রতিফলন - বেছে নিলেও তিনি বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিক ধারার অনুসারী, অন্তত বিষয়ব্যবহারের কৌশলগত দিক থেকে। উল্লেখ্য যে, আচেবে-র লেখায় আত্মদর্শন আছে। আছে নিজের দেশ ও সংস্কৃতির বহু অসংগতি, ত্রুটি ও ছিদ্রপথের নির্দেশ।

এমুহূর্তে তাঁর The voter ও Dead Men's Path গল্পের কথা মনে পড়ছে। Dead Men's Path -এ সংকীর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে একটি শোভন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রক্ষণশীল মৌলবাদী কায়দায় ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে। The Voter গল্পে উপজাতি-চালিত এক প্রগতিশীল দলনেতার পাঁচ প াউন্ড দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টার উল্লেখ আছে। এবং দেশ-কালের নির্মোহ উপস্থাপনার কারণেই বুঝি আচেবে-র বিদ্ধে মাঝে-মাঝে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায় ন াইজেরিয়ায়। অভিযোগ করা হয়, দেশীয় বিষয়কে বিকৃতভাবে পরিবেশন করে তিনি আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়যোগ্য হয়ে উঠতে চাইছেন। আবার সমালোচক পিটার কোয়ার্টার -মেইনের পর্যবেক্ষণে নির্দেশিত আচেবের একটি প্রবণতাও বিচার্য এখানেঃ 'তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ইংরাজি ভাষা এক অতি, মূল্যবান হাতিয়ার যাকে আ ফ্রিকান উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে' (ফন্টানা ডিক্সনারি অব মডার্ণ থিংকার্স, পৃষ্ঠা ২)। এমনিতে, আচেবে সোইংকার মতোই বিশ্বাস করেন না 'জাতি' শব্দটি কোন এক ভূখণ্ডের সব মানুষের প্রতিনিধিত্বের একক হওয়ার উপযুক্ত। আসলে, এ মুহূর্তে দেশে-দেশে যেরকম জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটছে, তাতে আচেবে-র মতো সা হিত্যিকদের একটা প্রতিস্রোতে শামিল হওয়ার তাগিদটা স্বাভাবিক, যেহেতু তাঁরা ভালো ও মন্দ, সাদা ও কালো — এমন স্পষ্ট শিবির বিভাজনে আস্থাবান নন। এসব, তাঁদের চেতনায়, আত্মদর্শনের অস্বস্তি থেকে বাঁচার উপায় মাত্র।

বেন ওকরি-র প্রসঙ্গে আচেবে ও সোইংকা-র উল্লেখের উদ্দেশ্য, তিনি কোন সাহিত্যধারার অনুবর্তী, তা বোঝা। এবং এ প্রক্রিয়ায় আমরা দেখি সোইংকা ও অ াচেবের পরিবেশিত জগৎ আর বেন ওকরি-র নাইজেরীয় সমাজ ও ব্যক্তিমানসের চিত্রায়ন কিছুটা আলাদা বটেই। যদিও তিনজনই বিষয় নির্বাচনে নাইজেরীয়, তবু বেন ওকরির বিষয়-ব্যবহারের ধরনে যে গহন-উন্মোচনের খেলা, কিংবা প্রতীকী দ্যোতনা, অন্য দুজনের রচনায় তেমনটা মেলে না। আচেবে-র ক্ষেত্রে সব থেকে যেটা বেশি মনে হতে পারে তা হল, তাঁর গল্প উপন্যাস তাদের নিজস্ব চারিত্রিকতায় প্রতিষ্ঠিত হলেও যেন বস্তুভূমকতা, সেইসঙ্গে সমকালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। অন্যদিকে বেন ওকরি সমকালকে আত্মসাৎ করেও কাহিনীকে বস্তুতার ভার থেকে মুক্ত করে পৌঁছে দিতে জানেন ভাবের রহস্যলোকে। তাঁর ক্ষেত্রে প্রায়ই মুছে যায় গদ্য ও কবিতার সীমারেখা।

দুই

বেন ওকরি (১৯৫১) যখন নয় বছরের, নাইজেরিয়া ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়। তারপর পনের বছর বয়সে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ (১৯৬৬)। এতে খ্রিশ্চান ইবো সম্প্রদায় বায়াফ্রা (Biafra) নামে এক আলাদা রাষ্ট্রের দাবিতে লড়াই শু করল। স্মরণীয় যে, সোইংকা এই দাবির পক্ষে খুব সরব ছিলেন। এজন্য তাঁকে কম হেনস্তা সইতে হয়নি। একসময় খ্রিশ্চান ইবো-রা রণে ভঙ্গ দিল। বিচ্ছিন্ন বায়াফ্রা রাষ্ট্র স্বপ্নের বস্তুই থেকে যায়। সোইংকাও ব্রিটেনে থেকে যান। ওদিকে বেন ওকরি তখন জাতিদাঙ্গায় (১৯৭০ পর্যন্ত যার স্থায়িত্ব) ক্ষতবিক্ষত স্বদেশের মাটিতে খোঁজার চেষ্টা করে চলেছেন যথার্থ সৃষ্টির প্রণোদনা। ১৯৭৮-এ তিনিও ইংল্যান্ডে পাড়ি জমালেন পড়াশোনা করতে। কিন্তু সৃজনকর্মে তিনি যে আচেবে ও সোইংকার থেকে অনেক বেশি ব্যাপ্তিতে পৌঁছে দেন পাঠককে, সে-সত্য ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। স্বীকার্য যে, বেন ওকরি-চর্চায় আমাদের সবথেকে বড়ো প্রাপ্তি বাস্তবতা সম্পর্কে এক অগ্রসর ধারণা।

আজকের একটি বিতর্কিত প্রবণতা হল, এক বিশেষ গোত্রে ফেলে সাহিত্য ও শিল্পকে বিচার করা । বেন ওকরি-র লেখাগুলোকে এভাবেই magical realist অভিধায় প্রথমে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে বেন ওকরি বার-বার বলে চলেছেন, আমি আমার উপন্যাস-গল্পে বাস্তব-অতিরিক্ত কিছু সৃষ্টি করিনি।

ম্যাজিক বা মিথ-নির্ভর কোন জগৎ সৃষ্টির অভিপ্রায় আমার আদৌ নেই। আমার লক্ষ্য, বহির্বিশ্বের মানুষদের বাস্তবতা বিষয়ে ধারণাটিকে বিস্তৃত করে দেওয়া। এবং এযাবৎ প্রাপ্ত নানা তথ্যে এটাই মূলত বিজ্ঞাপিত যে, তিনি ক্রমশ হয়ে উঠছেন উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিম আফ্রিকার সবথেকে অভিঘাতময় কণ্ঠস্বর। তিনি সবসময় সচেতন যে, ঐতিহ্যময় আফ্রিকান সমাজে ঔপনিবেশিক শক্তির ধ্বংস-তাণ্ডব ঘটে চলেছে আজও। তবু, বেন ওকরি-র চরিত্ররা হার মানে না কিছুতেই। তিনি একব াক্যে নস্যাৎ করে দেন এরকম কোন দাবি যে, Colonialism has conquered, is conquering, or ever will conquer the deeper mysteries of the African spirit. নাহলে The Famished Roadউপন্যাসটির বিষয় হিসেবে 'আবিকু' (abiku) স্পিরিট- চাইল্ড এর মিথকে কেনই বা ব্যবহার করবেন তিনি?

এটি আদ্যোপান্ত আফ্রিকান মিথ। 'আবিকু' এমন এক শিশুর ধারণা যে-শিশুটি অনেক কষ্ট ও টানাপোড়েন সয়ে স্থির করেছে পৃথিবীতে, এই মর জগতে, জন্মাবে। তবু স্পিরিট ওয়ার্ল্ড, পরলোক, তাকে টানে। তাকে থিতু হতে দেয় না ইহজগতে। ক্রমাগত দুই জগতেই তার আসা-চাওয়া চলতে থাকে। একসময় 'আবিকু' শিশু এক স্থায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছয়। ইহলোকেই শেকড় খুঁজে পায় সে।

এমনিতে, নাইজেরিয়ায় সেই শিশুকে 'আবিকু' বলা হয়, যার মা বেশ কয়েকবার গর্ভপাতের পর তার জন্ম দিয়েছেন। এমনকী কোন নারীর অনেকগুলো সন্তান অল্প বয়সে মরে যাবার পর একটি সন্তান যদি কোনমতে টিকে যায়, তাহলে এই শেষতম সন্তানটিও 'আবিকু'। এবং সেক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় যে, অকালমৃত প্রতিটি শিশু ও বেঁচে যাওয়া শিশুটি আসলে একটিই আত্মা। আত্মাটি অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলে ইহজগতে অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া শিশুটি যাতে আর স্পিরিট ওয়ার্লড্-এ ফিরে না যায় সেজন্য তার মা-বাবা অনেক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন।

The Famished Road-এর নায়ক আজারো এমনই এক আবিকু যে নিরন্তর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনে ক্লান্ত হয়ে ঠিক করছে ইহলোকে থেকে যাবে। কিন্তু যে-দারিদ্র্যের আবহে তার দিনযাপন, তাতে দুর্নীতি, প্রতারণা ও অবিচার ছাড়া নেই কিছু। মাঝে মাঝেই তার একদা সহযোগী পরলোকের আত্মারা পীড়ন করে ত াকে। ক্লিষ্ট করে তুলতে চায় তার পার্থিব অস্তিত্ব। তবু হার মানে না আজারো। মর জগৎ ছেড়ে যায় না।

শেষ পর্যন্ত সে একাত্ম হয়ে পড়ে তার দেশীয় সামূহিক অস্তিত্বের সঙ্গে। তার বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলে সে, আমার দেশটাই আদতে এক স্পিরিট-চাইল্ড্। আবিকু । ক্রম াগত পুনর্জন্ম হবে তার। এবং প্রতি জন্মের পর ঘটে চলবে রক্তপাত ও প্রতারণা।

এই 'আবিকু' শিশুর ইহজগতে শেকড় খোঁজার ভেতর দিয়ে বেন ওকরি যেন ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক অনাচারে African Spirit -এর প্রতিরো ধের বাস্তব, সেই সঙ্গে তার অপরাজয়ের সত্যটিকেই চিহ্নিত করেছেন। এভাবে সমগ্র নাইজেরীয় মানসের আন্তর যন্ত্রণাকে ধারণ করে তিনি কোন সংকীর্ণ জ াতীয়তার কথা বলেন না। বলেন এক ধরনের মুক্তির কথা, সৃজনের কথা, ক্রমোচ্চ উচ্চারণে। যে-বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত আজকের আফ্রিকান সংস্কৃতি, সেই সংগ্র ামের প্রক্রিয়াটাই তাঁর মতে এক অনাবিল মুক্তি - স্থবিরতা, সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি । বেন ওকরি ঠিক এখানেই যতটা দেশীয়, ততটাই সমগ্র বিশ্বের।

তিন

ছোটগল্পকার হিসেবেও বেন ওকরি প্রসারিত বাস্তবের ধারণা দেন আমাদের। সেখানেও বাস্তব তাঁর কথিত landscape of imagination -এর অ াসঙ্গে প্রাণ পায়। তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গল্পদুটি 'মন্দিরে যা ঘটেছিল' (Incidents at the shrine) এবং 'এক স্থির লক্ষ্যে গুটিয়ে আসছিল যে শহর' (Converging City) — রিয়ালিজম্ ও আফ্রিকান মিথ-এর একীকরণ (fusion) -এর শিল্পোত্তীর্ণ প্রয়াস বললেও সবটা বোঝানো হয় না। এ দুটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের গল্প বলার ভঙ্গি ও গল্পে বিষয়-সন্নিবেশের ধারণাটিকেই আশ্চর্য বিস্তৃতি দিয়েছে।

'মন্দিরে যা ঘটেছিল' গল্পের প্রধান চরিত্র অ্যাণ্ডারসন শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসার পর তার শরীর শোধনের প্রক্রিয়া আমাদের প্রচলিত বাস্তবতার অনুগ নয় বলেই যেন শ্রদ্ধা অর্জন করে। শ্রদ্ধাটা এজন্যে যে, বেন ওকরি সৃজন-পদ্ধতির নতুন দিশা অন্বেষণে সব সময় একাগ্র। জনৈক Alastair Niven তাঁর সমালো চনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রশ্ন তুলেছিলেন, বেন ওকরি কেন চিনুয়া আচেবে-র জীবনদর্শন ও ন্যারেটিভকে অনুসরণ করলেন না। এ-ধরনের ক্ষোভ প্রকাশ কোন লেখক সম্পর্কে করা যায় কিনা জানি না। তবে পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় যে তাঁদের প্রভাব এড়িয়েও তাঁদের ছাড়িয়ে যাওয়া, বেন ওকরি অবশ্যই পূর্ণ সচেতন এবিষয়ে।

তাঁর আরেকটি গল্প 'এক স্থির লক্ষ্যে গুটিয়ে আসছিল যে-শহর'-এ আগোডি চরিত্রটি নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে নাইজেরীয় বাস্তবের উপরিস্তরের ছবি পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্গত মূল্যবোধের পরিবর্তনকেও চিহ্নিত করে। এখানে, জীবিকা-অর্জনের বহু ব্যর্থ চেষ্টায় ক্লান্ত আগোডি-কে শেষ পর্যন্ত ধর্মব্যবস ায়ী করে তুলে গল্পকার আগ্রাসী ঔপনিবেশিকতার একটি বৈশিষ্ট্যকে — যা অধ্যাত্মচর্চাকে তার বেনিয়া লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম করতে চায় — কটাক্ষ করলেন কিনা জানি না, তবে তিনি আগোডির ভেতর দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ করা প্রতিবেশের শেকড়হীন চরিত্রকে পাঠকের অনুভবযোগ্য করে তুলেছেন।

বেন ওকরি-র কিছু গল্পে আছে গৃহযুদ্ধ-পীড়িত নাইজেরিয়া-র রক্তস্নাত ছবি। উদাহরণ, 'সেতুর নিচে হাসি' (Laughter beneath the Bridge). এখানে পাঠক যে-বাস্তবের মুখোমুখি, তা বেঁচে থাকার আনন্দ ভুলিয়ে দেয়। এই বাস্তবে মানুষ মনুষ্যেতর হয়ে যায় ক্রমশ। এখানে প্রায়ই শকুন দেখা যায় আকাশে। বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্ররা ঘাসের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বোমা পতনের জন্য মুহূর্ত গোনে। এসময় খ্যাপা ধর্মান্ধ মানুষের দল পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার সতর্কবাণী চিৎকার করে শোনাতে শোনাতে ঘোরে ফেরে। চেক পয়েন্টে লরি থামিয়ে সৈন্যরা তল্লাসী চালালে প্রতিবার একজন-দুজন বিদ্রোহী উপজাতি গোষ্ঠীর লোক পাওয়া যায়, শেষ অবধি যাদের ঠাঁই হয় অদূরের একটি গভীর গর্তে — অবশ্যই গুলিবিদ্ধ অবস্থায়। এরই মধ্যে আসে প্রেম। কথক চরিত্রটি মনিকা নামে এক বালিকার সঙ্গে জলস্রোতের কাছে যায়। দ্যাখে, স্রোতের ওপর ভাসমান জঞ্জালে চাঁদের আলো পড়েছে । এক সময়, মনিকাকেও উপজাতি সন্দেহে ধরে নিয়ে গেল সৈন্যরা। এরপরই গ্যাস মুখোসপরা লোকেরা খবর আনলো, নদীর বুকটা পরিষ্কার করা হয়েছে। আর কোনও জঞ্জাল নেই তাতে। গল্প শেষ হচ্ছে এমন উচ্চ ারণে ঃ আজকের ছোটরা বড়ো হবে।

সংঘাতক্ষুব্ধ বিশাল কোন মানব-নাট্যকে ছোট গল্পের রেখায় ও সংকেতে পরিবেশন খুবই দুরূহ একটি কাজ। কিন্তু জীবনকে আত্মস্থ করেছেন বেন ওকরি। তাই তিনি নদীতে ভাসমান জঞ্জাল ও তাতে প্রতিফলিত চাঁদের আলোর ভেতর দিয়ে যুদ্ধ-ক্লিষ্ট নাইজেরিয়ায় সাধারণ মনুষের ছিন্নমূল, অনিশ্চিত অস্তিত্ব ও সেইসঙ্গে জৈবিকধর্ম আঁকড়ে বেঁচে থাকার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে দ্যোতিত করেন অতি সামান্য আয়োজনে।

চার

এ মুহূর্তে তৃতীয় বিশ্বের পাঠকের কাছে বেন ওকরির ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার কারণ, যে ভাঙা-স্বপ্নের হাটে তাদের দিন-যাপন, এই লেখক তার মধ্যে থেকেই তুলে আনছেন অসামান্য শিল্পবীজ। যে পরিবেশ বহু ভগ্ন মূর্তির জঞ্জালে অ-বাসযোগ্য, পর্যবেক্ষণের অভ্রান্ততায় বেন ওকরি তার মধ্যেও খুঁজে পাচ্ছেন কোন

দর্শনের দিশা। অশেষত্বের চমক। আসলে তিনি স্থিত এক বিশুদ্ধ চৈতন্যের সাধনায়। এই সাধনাই তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে বৃত্তবদ্ধ জীবনের বাইরে। তাঁর ন্যারেশনের শিরা-উপশিরায় গল্প আছে । আবার, গল্পতর ব্যঞ্জনাও আছে। তাঁর অনুভবে প্রতিসারী বাস্তবের প্যানোরামা আদ্যোপান্ত প্রতীকে মোড়া। একমাত্র পরিচ্ছন্ন বোধ ও সন্ধিৎসাই পারে তাদের যথাযথ ভাষায় আনতে।

তাঁর A Hidden History বা লুকোনো ইতিহাস নামে গল্পটিকে আমরা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি। এ গল্পে শহরের প্রান্তিক কোন বস্তি উচ্ছেদ করে শহুরে, আধুনিক ইমারতের বিস্তার - কেবলমাত্র এই প্রখর বাস্তব - কাঠামোয় বেন ওকরি প্রাণ সঞ্চার করেছেন যেন। এবং এ-বাস্তবের অন্তর্লীন বেদনাকে তিনি পাঠকের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছেন সামান্য কিছু সংকেত ও প্রতীকের মাধ্যমে। রাস্তার মুখ আটকে থমকে থাকা বাড়ি ভাঙার বুলডোজারটি যেন জীবনের সমূহ আবেগ-অনুভূতি-সম্ভাবনা দলনকারী এক শেকড়বিহীন সভ্যতার অচলায়তন। আবার, অতীতের কর্মচঞ্চল ও কলহাস্যমুখর একটি পথকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেওয়াটাও মানবধর্মকেই অস্বীকার করা। এমনটা আসলে অগ্রগতি, সভ্যতা, আধুনিকতা - এসবের ভুল সংজ্ঞা পৌঁছে দেয়া, যে সংজ্ঞায় পুরাতনের কোন স্বীকৃতি নেই, মর্যাদা তো দূরস্থান। এতে মর্যাদা কেবল ভিত্তিহীন সাম্প্রতিকতার। বেন ওকরির কলমে এভাবে আমাদের উচ্ছেদ-প্রিয় পরিপার্শ্বকেই যেন চিত্রিত হতে দেখি। কিংবা প্রত্যক্ষের ভেতর যে অবাচ্য স্তর, অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে সংগুপ্ত যে রিয়ালিটি, তাকেই অনুভব করি, মর্মে-মর্মে। এই অনুভবে যন্ত্রণা আছে যেমন, তেমনই আছে সহমর্মিতার অনাবিল তৃপ্তি। বেন ওকরি আমাদের সহমর্মী হতেই প্রাণিত করেন মূলত।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com